জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

অধ্যাপক ড. রুমানা হক

তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি হতে পারে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হাতিয়ার

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দীর্ঘদিন ধরে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র তামাক কর প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক। তিনি বাংলাদেশে একটি কার্যকর তামাক নীতি প্রণয়ের জন্যও কাজ করছেন। একইসঙ্গে তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি অধ্যাপক ড. রুমানা হকের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি বিএনটিটিপির নিউজলেটারের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

কর ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কীভাবে সম্ভব? কর ও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সফলতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বলুন।

রুমানা হক : তামাকের চাহিদা ও জোগান নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। এর মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করে তামাকজাত দ্রব্যকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নেয়া যায়। ফলে ভোক্তরা তামাক ছেড়ে দেয়া বা কম ... বিস্তারিত

মহারাষ্ট্রে খুচরা শলাকায় সিগারেট-বিড়ি বিক্রি নিষিদ্ধ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে খুচরা সিগারেট ও বিড়ি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে খুচরা শলাকায় নয়, বরং পুরো এক প্যাকেটই কিনতে হবে। ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

আর এরই মাধ্যমে ভারতের প্রথম কোন রাজ্য বাজারে খুচরা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করলো। গত ২৪ সেপ্টেম্বর সিগারেট-বিড়ি নিয়ে মহারাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এই ... বিস্তারিত

ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল ব্যবহার করছে ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো

বিএনটিটিপি ডেস্ক

চট্টগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে রাজস্ব ফাঁকি দিতে সিগারেটে ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল পুনরায় ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর এ অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা করেছে মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। ভ্যাট গোয়েন্দার মহাপরিচালক ড. মইনুল খান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, অবৈধ ... বিস্তারিত

টাঙ্গাইলে ৫ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে জাল ও পুরাতন ব্যান্ডরোল

বিএনটিটিপি ডেস্ক

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ভুক্তা, আকুয়া ও বানিয়াফৈর গ্রামে ৫টি বিড়ি ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে জাল ও পুরাতন ব্যান্ডরোল ব্যবহারের অভিযোগে দুদকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এতে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বানিয়াফৈর গ্রামে মেসার্স মিরাজ বিড়ি, নিউ মিরাজ বিড়ি, ভুক্তা গ্রামের মেসার্স মিষ্টি বিড়ি, মেসার্স সাইফ বিড়ি, মেসার্স সিয়াম বিড়ি ও আকুয়া গ্রামের ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ পুরস্কার পেয়েছে বিএটি বাংলাদেশ। ম্যানুফেকচারিং ক্যাটাগরিতে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রকাশের ক্ষেত্রেও সম্মানসূচক স্বীকৃতি ...বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি হতে পারে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হাতিয়ার
- মহারাষ্ট্রে খুচরা শলাকায় সিগারেট-বিড়ি বিক্রি নিষিদ্ধ
- ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল ব্যবহার করছে ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো
- টাঙ্গাইলে ৫ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে জাল ও পুরাতন ব্যান্ডরোল
- জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা
- তামাকের কর কেমন হওয়া উচিত
- সরকার বাড়ায় কর বিএটির বাড়ে মুনাফা
- অস্ট্রেলিয়ায় ১ প্যাকেট সিগারেটের দাম বেড়ে সাড়ে ৩ হাজার টাকা
- তামাক কর কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি
- বিএটি'র উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও মুনাফা বেড়েছে ৫ গুণ

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের তামাক কর নীতি ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

তামাকের কর কেমন হওয়া উচিত

নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও মাহামুদ সেতু

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে, দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের এক-তৃতীয়াংশ তামাক ব্যবহার করে। তামাক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু তো নয়ই, বরং এর বহুল ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি-উভয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগের কারণে ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, যা ওই বছরের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ১.৪ শতাংশ ছিল। ... বিস্তারিত

সরকার বাড়ায় কর বিএটির বাড়ে মুনাফা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের চাপে ও রাজস্ব আহরণ বাড়াতে প্রতি বাজেটেই সরকার সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের পরিমাণ বাড়ায়। এতে করে ২০১৫ সাল থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সিগারেট বিক্রি থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে প্রায় ১১৭ শতাংশ। এ সময় সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষ তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানি বিএটি বাংলাদেশের নিট মুনাফাও দ্বিগুণ হয়েছে। বিএটির নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এমন তথ্য মিলেছে। দেশের সিগারেটের বাজারের প্রায় ৭০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানি ... বিস্তারিত

বিএটি'র উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও মুনাফা বেড়েছে ৫ গুণ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি গত ১০ বছরে তাদের উৎপাদন দ্বিগুণ করার পাশাপাশি ৫ গুণ বেশি মুনাফা লাভ করেছে। বিপরীতে সিগারেটের চার স্তর বিশিষ্টি জটিল কর কাঠামোর কারণে সরকার কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব পাচ্ছে না বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গত ২৪ অক্টোবর শনিবার ৫১তম ইউনিয়ন ওর্য়াল্ড কনফারেন্স অন লাং হেলথ-এ 'ট্রায়ার বেজড ট্যাক্স সিস্টেম বেনিফিটেড ট্যোবাকো ইন্ডট্রিজ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণাটি উপস্থাপন করেন যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ৫ দিনব্যাপী এ কনফারেন্স করোনার কারণে ... বিস্তারিত

অস্ট্রেলিয়ায় ১ প্যাকেট সিগারেটের দাম বেড়ে সাড়ে ৩ হাজার টাকা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

অস্ট্রেলীয়ায় এক প্যাকেট সিগারেটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা । অর্থাৎ ২০ শলাকা বিশিষ্ট এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে ব্যয় করতে হবে ৩,৪১৫ টাকা।

গত ১ সেপ্টেম্বর নতুন এই দাম কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে এক বছরেই দ্বিতীয়বারের মতো দাম বাড়লো পণ্যটির। ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০টি সিগারেট আছে এমন প্যাকেট কিনতে ৩৪ মার্কিন ডলার ... বিস্তারিত

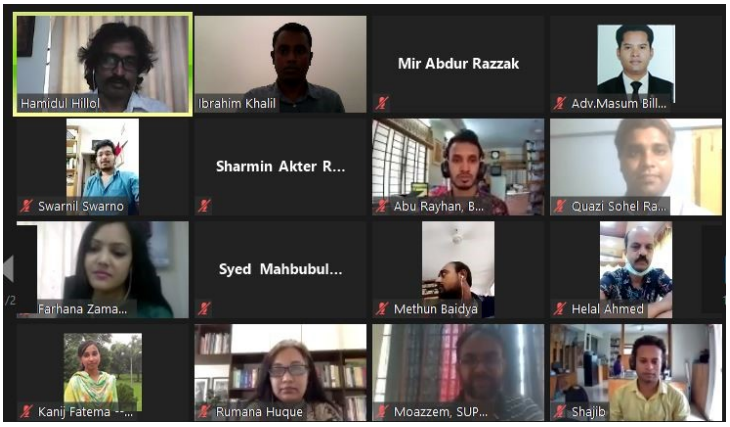

তামাক কর কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মূল্য ও কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্তকরতে যুবদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। পরিকল্পিত যুব-উদ্যোগ তামাক কোম্পানির অপকৌশলকে প্রতিহত করে দেশে একটি সময়োপযোগী ও শক্তিশালী তামাক কর কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তামাক কর কার্যক্রমে যুব ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি

প্রথম পাতার পর

তামাক ব্যবহারে উৎসাহী হয়। আবার যারা তামাক সেবন শুরু করেনি তারা বিশেষ করে কিশোর-তরুণরা সেবন শুরু করতে নিরুৎসাহিত হয়।
যদি দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এর ব্যবহার কমবে ফলে দেশে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে অকাল মৃত্যুও কমে আসবে।
কর ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সফলভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে ইউরোপীয় অনেকগুলো দেশ এগিয়ে রয়েছে। এরমধ্যে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফ্রিনল্যান্ড, গ্রিস, বসনিয়া, হার্জেগোভেনিয়া উল্লেযোগ্য। এছাড়া ফিলিপাইন ও মালদোভাসহ বেশকিছু দেশ করারোপের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রেণে সফলতা পেয়েছে।

বাংলাদেশে কর ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশলটি কতটা কার্যকর হচ্ছে? এক্ষেত্রে কী কী সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে?

রুমানা হক : প্রতিবছরই দেশে তামাকেজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়ে বা স্থির থাকে। বিগত অর্থবছরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তামাকের খুচরা মূল্য বাড়ানো হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর হার বাড়ানো হয়েছে। সেই সাথে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে আমরা স্বাস্থ্য খাতের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করতে পেরেছি। সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া এসব উদ্যোগ অবশ্ব ই প্রশংসনীয়।
কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে কর ও মূল্য বৃদ্ধির আশানুরূপ ফল আমরা পাচ্ছি না। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে যে গ্লোবাল অ্যাডাল্ট সার্ভে করা হয়েছে সেটা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশে পুরুষদের মধ্যে তুলনামূলক ধূমপানের মাত্রা কমেনি বরং অল্পমাত্রায় হলেও বেড়েছে। একইসঙ্গে দেশের নারীদের মধ্যেও ধোঁয়াহীন তামাক ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। এর মূল কারণ আমাদের তামাক কর কাঠামোতে এখনো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে।

তামাক কর কাঠামোতে কী ধরণের ত্রুটি রয়েছে। এর ফলাফল কী?

রুমানা হক: বর্তমানে দেশে যে তামাক কর কাঠামো রয়েছে সেটা একটি জটিল প্রক্রিয়া। যেমন সিগারেটের চার স্তরের কর কাঠামো রয়েছে। ফলে সিগারেটের দাম কিছুটা বাড়লে তামাক কোম্পানি বিভিন্নভাবে তাদের পণ্যগুলোর রিপজিশন করে। হয়তো মধ্যম স্তরের সিগারেট নিম্ন স্তরে নিয়ে আসে। আর এভাবেই তারা কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পায়।
আবার চার স্তরের সিগারেট, নানা ধরনের বিড়ি ও ধোঁয়াহীন তামাক দ্রব্য থাকায় কোনো না কোনো পণ্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থেকেই যাচ্ছে। যেমন যিনি আগে মধ্যম স্তরের সিগারেটের ভোক্তা ছিলেন তিনি হয়তো নিম্ন স্তরের সিগারেটে চলে আসছেন। আবার যিনি নিম্ন স্তরের সিগারেটে ছিলেন দাম বেড়ে যাওয়ায় তিনি বিড়ি কিংবা ধোঁয়াহীন তামাকে চলে আসছেন। ফলে বর্তমানে প্রচলিত জটিল করকাঠামোর করনে তামাক কোম্পানি যেমন কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে তেমন মানুষকে তামাক ব্যবহার থেকে নিবৃত্তি করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি করারোপের এ্যড ভেলোরেম (মূল্যের ওপর শতাংশ হারে) পদ্ধতি তামাক কোম্পানীকে লাভবান করছে।

কোন ধরণের তামাক কর কাঠামো বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে? দেশ ও জনগণ কীভাবে এর সুফল পাবে?

রুমানা হক : তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক দেশই সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতিতে সফল হয়েছে। ফলে আমরাও একটি মিশ্র করারোপ পদ্ধতির দাবি জানিয়ে আসছি। বর্তমানে যে অ্যাডভেলরেম পদ্ধতি রয়েছে সেটাও চালু থাকবে সেই সাথে একটি 'সুনির্দিষ্ট কর' আরোপ করা হবে। পাশাপাশি বর্তমানে সিগারেট ও বিড়ির যে মূল্য স্তর রয়েছে সেটা কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সবচেয়ে আদর্শ হলো, এধরনের নানা স্তর না রেখে সবধরনের পণ্য একটি মূল্য স্তরে রাখতে হবে। তাহলে মানুষ পণ্যের ব্রান্ড বা ধরণ পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে তাকে উচ্চ মূল্যেই সেটা কিনতে হবে। সুতরাং আমাদের চাওয়া হলো, সময়ের সাথে তালমিলিয়ে এক স্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রচলন করা। যাতে মানুষের সামনে বিকল্প পথ না থাকে।
বর্তমানে সরকার সিগারেট থেকে রাজস্ব পেলেও ধোঁয়াহীন তামাকপণ্য থেকে খুবই কম রাজস্ব পায়। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই অবৈধ এবং কর কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে। অনেক সিগারেট ও বিড়ি কোম্পানীও নানা কৌশলে কর ফাঁকি দিচ্ছে। এজন্য আমাদের কর আদায় পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং ট্রাকিং ও ট্রেসিং জোরদার করা প্রয়োজন। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও তা ইতিবাচক হবে।
প্রতিবছর ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্ট্রোল সেল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে তামাক কর কেমন হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দিয়ে থাকেন। সে অনুযায়ী করারোপ হলে তা তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

সুনির্দিষ্ট কর কী? এটি কেন প্রয়োজন?

রুমানা হক: এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি উদাহরণ দেই। ধরুন, ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য যদি ১০০ টাকা হয় এবং যদি অ্যাডভেলরেম ট্যাক্স ৫০ শতাংশ হয় তাহলে কর হিসেবে কোম্পানি ৫০ টাকা সরকারকে দেবে। তার মানে অ্যাডভেলরেম ট্যাক্স হলো সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর শতাংশ হারে কর আরোপ। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন দামে সিগারেট বিক্রি হয়। এসব সিগারেট কোন মূল্য স্তরে পড়ছে সেই অনুসারে শতাংশ হারে সরকারকে ট্যাক্স দেয়।
অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট যে কর পদ্ধতির কথা আমরা বলছি সেটা মূল্যের সাথে সম্পর্কিত না। এটা সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। মানে ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কর দিতে হবে। অর্থাৎ কোম্পানি যত প্যাকেট বিক্রি করবে তাকে ঠিক ওই নিদ্রিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতিটি প্যাকেটের জন্য কর হিসাবে দিতে হবে। ওই করের পরিমাণ সরকার নির্ধারণ করে দেবে। জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে ওজন অনুযায়ী সুনিদ্রিষ্ট কর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি করা হচ্ছে। সেটি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ কী?

রুমানা হক : এর পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। দেশে যাতে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা না হয় সেটার জন্য তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময় নানা অপপ্রচার করে। ট্যাক্স বাড়ালে এবং পণ্যের ব্যবহার কমে গেলে সরকার রাজস্ব হারাবে এমন নানা যুক্তি তারা দিয়ে থাকে। এছাড়া মূল্য বাড়ালে চোরাচালান বেড়ে যাবে এবং তাদেরকে শ্রমিক ছাটাই করতে হবে বলেও তারা প্রচার করে। বিড়ির কোম্পানিগুলো প্রচার করে তাদের কোম্পানি এতো মানুষ কাজ করে, দাম বাড়ালে তাদের বিড়ি কোম্পানি ধ্বংস করা হবে। এরকম নানা রুপকথার গল্প তারা তৈরি করে, যেগুলোর সবগুলোই অসাড় যুক্তি এবং কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ও তামাক পণ্যের দাম বাড়ার কারণে চোরাচালান কমে গেছে। এতে প্রমাণ হয় দাম বাড়ালে কখনো চোরাচালান বাড়ে না। বাকী অংশ

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

হিসেবে মেরিট অ্যাওয়ার্ডও বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির জায়ান্ট এ প্রতিষ্ঠানটিকে দেয়া হয়েছে। রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী নিজ হাতে তাদেরকে এ পুরস্কার তুলে দেন। এ পুরস্কারের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে বলেই মনে করি। যদিও তামাক আইন অনুযায়ী, তামাক কোম্পানিকে সবধরনের পৃষ্ঠপোষকতা/সমর্থনের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন আমরা খুব কমই দেখতে পাচ্ছি।

২০০৯ সালে বাংলাদেশে বিএটির ২৪ হাজার ৭০১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের বিপরীতে মুনাফা ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন টাকা। যেটা ২০১৮ সালে ৫১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের পাশাপাশি মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১০ মিলিয়ন টাকা! মানে উৎপাদন দ্বিগুণ কিন্তু মুনাফা পাঁচ গুণ বেশি। অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযুক্ত পরিবেশ পাবার কারণেই তারা বিনিয়োগের তুলনায় বেশি লাভ করছে। আর এ উপযুক্ত পরিবেশ বা আনুকুল্য সরকারের পক্ষ থেকেই যে দেয়া হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমরা করোনা মহামারি সময়েও দেখেছি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় রেখে সবকিছু বন্ধের সময়েও সিগারেট বিক্রি ও বিতরণ ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রাখতে আদেশ জারি করা হয়েছে!

করোনাকালীন এ আদেশ এবং তামাক কোম্পানিকে নানা পুরস্কার দিয়ে গর্বিত করার শানেনুযুল বলে দেয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তারা কতোটা প্রভাবিত করতে সক্ষম। তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার এটাই প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে এ প্রতিষ্ঠনটিকেই অসংখ্যবার নানা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। একটি জর্দা কোম্পানিকে তো শীর্ষ করদাতা হিসেবে পুরস্কার দিয়ে প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডই স্বয়ং তাদের 'প্রচার' করে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক বলেই মনে করি। কিন্তু সবার আগে সরকারের তামাক নীতিতে তামাক কোম্পানির অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং ব্যবসায় তাদেরকে উৎসাহিত করা বন্ধ করা প্রয়োজন। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী একটি গাইডলাইন হিসেবে দ্রুত একটি জাতীয় করনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

মহারাষ্ট্রে খুচরা শলাকায়

দ্বিতীয় পাতার পর

সরবরাহ ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৩-এর ৭ ধারার ২ নম্বর উপধারার আওতায় খোলা সিগারেট, বিড়ি বিক্রিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

এতে বহু ধূমপায়ী বিপত্তিতে পড়লেও মহারাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ। ভারতের কম বয়সীদের ভেতর ধূমপানের প্রবণতা কমাতেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন পঙ্কজ চতুর্বেদীর মতে, এতে যুবসমাজে ধূমপানের অভ্যাসও কমবে।

তিনি বলেন, 'ভারতে তামাকজাত দ্রব্য সেবন মহামারীতে পরিণত হয়েছে ১৬-১৭ বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাসের ফলে। আর্থিক কারণেই তারা গোটা প্যাকেট না কিনে খুচরা বা খোলা সিগারেট-বিড়ি কেনে।'

সূত্র : বাংলা ডট রিপোর্ট

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি

তৃতীয় পাতার পর

আমাদের দেশে সবমিলে ৫০ হাজারের মতো মানুষ তামাক কোম্পানিতে কর্মরত। দেশের মানুষ নানাভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করছে। সরকার কর্মসংস্থান তৈরিতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে যারা তামাক কোম্পানিতে কাজ করছে তাদের অন্য কোথাও কাজ খুঁজে পাওয়াটা বা অন্য পেশায় যাওয়া কঠিন কিছু হবে না। এছাড়া বাংলাদেশ যেখানে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে সেখানে এটা একেবারেই খোড়া যুক্তি। এছাড়া তামাক কোম্পানির নানা কূটচাল রয়েছে যার কারণে আমরা সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো বাস্তবায়ন করতে পারছি না। কর কাঠামো পরিবর্তন বা কর সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পর্কিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ লোকবলের প্রয়োজন। কর আদায়ে উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাব আছে। এছাড়াও মনিটরিং ও ট্রাকিং সিস্টেমও যথোপযুক্ত নয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর নির্ধারিত মূল্য ও কর আপনাদের প্রত্যাশাকে কতটা পুরণ করেছে?

রুমানা হক : চলতি অর্থবছরে সরকার ধোঁয়াহীন তামাকদ্রব্যে যে মূল্য বাড়িয়েছে সেটা অবশ্যই প্রসংশার দাবি রাখে। একইসঙ্গে সিগারেট, বিড়িতে যে অ্যাডভেলরেম রেট বাড়ানো হয়েছে সেটাকে সাধুবাদ জানাই। তবে সিগারেটে এখনো চার স্তরের কর বিন্যাসই রয়ে গেছে। সেটা পরিবর্তনের কোনো লক্ষ্যণ আমরা দেখছি না। নিম্ন স্তরের সিগারেটের মূল্য আশানুরূপ বাড়ানো হয়নি। ফলে নিম্ন স্তরের সিগারেট বাজার দখল করছে। কারণ এগুলো মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। গত কয়েকবছর দেখা যাচ্ছে এই স্তরে যে পরিমাণ কর বাড়ানোর দরকার সেটা করা হচ্ছে না। অন্যান্য স্তরেও আমরা যেটা চেয়েছি সেটা হয়নি। মধ্যম স্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রে তো কোনো দামই বাড়ানো হয়নি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানালেও সেটা আরোপ করা হয়নি। স্ট্রাকচার পরিবর্তন করা হয়নি। সুতরাং আমরা যে প্রত্যাশা করেছিলাম তা পূরণ হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন, এটির বাস্তবায়নের জন্য কী ধরণের প্রদক্ষেপ আবশ্যক বলে মনে করেন?

রুমানা হক : আমরা দীর্ঘদিন সুনির্দিষ্ট করারোপ, সিগারেটের স্তর প্রথমে দুইটি তার পর একটি মূল্য স্তর করা এবং মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছি। এছাড়া তামাক কোম্পানিগুলো আয়কর কেমন দিচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারছি না। এটা আমাদের জানতে হবে। ধোঁয়াহীন তামাক কোম্পানিকে করের আওয়ায় নিয়ে আসতে হবে। তামাক পাতা রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ করারোপ পদ্ধতি বাতিল করে সেটা ২৫ শতাংশে ফিরিয়ে নিতে হবে। ট্রাকিং ও ট্রেসিং সিস্টেমটা আপডেট না। আমাদের লাইসেন্সিংয়ের প্রক্রিয়াটা আমরা এখনো সেভাবে করতে পারিনি। অনেক সময় পুরনো ব্রান্ডরোল ব্যবহার করে, ঠিকমত স্টাম্প ব্যবহার করা হয় না। বিশেষ করে ধোঁয়াহীন তামাকপণ্যের ক্ষেত্রে। এখনো সিঙ্গেল স্টিক বাজারে বিক্রি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাজারে ১০ শলাকার প্যাকেটের ওপর কর আরোপ করছেন। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে এক শলাকা হারে। তখন সেটা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এই সবগুলো বিষয়কে এক জায়গায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের জাতীয় তামাক কর নীতির প্রয়োজন। এজন্য অবশ্যই আমরা যে অ্যাডভোকেসি করি সেটা চালু রাখতে হবে। এছাড়া যদি একটি তামাক কর নীতি প্রণয়ন করা হয় তাহলে প্রয়োজনমতো করারোপ এবং কর আদায়সহ সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সহজ হবে। ।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল ব্যবহার করছে

প্রথম পাতার পর

ব্যান্ডরোল ব্যবহারের দায়ে চট্টগ্রামে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ভ্যাট গোয়েন্দার উপপরিচালক তানভীর আহমেদ এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি দল চট্টগ্রামের চান্দগাঁও শিল্প এলাকার সিগারেট কারখানা প্রাঙ্গনটি আকস্মিক পরিদর্শন করে। এতে তারা কারখানা ফ্লোরে ৬০ কার্টন সিগারেটে ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল সংযুক্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

ভ্যাট আইন অনুসারে প্রতিটি সিগারেট প্যাকেটে সিকিউরিটি প্রিন্টিং থেকে সরবরাহকৃত নতুন ব্যান্ডরোল ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের সিগারেট কারখানাটি পুরাতন ও ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেছে মর্মে ভ্যাট গোয়েন্দারা মনে করছেন।

এসব সিগারেটে 'সাহারা' ও 'এক্সপ্রেস' নামীয় ব্রান্ডের ৬ লাখ শলাকা পাওয়া গেছে। এতে ভ্যাট ফাঁকির পরিমাণ ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা। আটক সিগারেটের মোট মূল্য ২৪ লাখ টাকা।

সূত্র : শেয়ার বিজ

প্রথম পাতায় ফিরে যান

টাঙ্গাইলে ৫ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে

প্রথম পাতার পর

মেসার্স মিঠু বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি আইন ও নীতিমালাকে অমান্য করে পুরাতন ও জাল ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে আসছে।

ওই ৫টি বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকে প্রতি মাসে ১০ কোটি বিড়ি উৎপাদন হয়। কিন্তু ঐসব বিড়িতে জাল ও পুরাতন ব্যান্ডরোল ব্যবহার করায় সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। অপরদিকে ওই ৫টি বিড়ি ফ্যাক্টরির কোনটিতেই ল্যান্ড ওয়ার্ক বৈধ কাগজপত্র, কারাখানা ও শ্রম অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড় পত্র, ফায়ার সার্ভিসের লাইসেন্স এবং আয়কর বিভাগের রিটার্ন দাখিলের কোনো কাগজপত্র নেই।

এ ব্যাপারে বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হাতিলা গ্রামের মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা জোবায়ের আলীর ছেলে আবু তাহের সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সূত্র : বিডি টুডেজ প্রথম পাতায় ফিরে যান

অস্ট্রেলিয়ায় ১ প্যাকেট সিগারেটের দাম

দ্বিতীয় পাতার পর

খরচ পড়বে। কিন্তু করসহ এ সিগারেটের দাম দাঁড়াবে ৪০ ডলারে। সারাদিন যিনি ২০টির মতো সিগারেট খান, তার বছরে শুধু সাড়ে ১২ হাজার ডলার খরচ পড়বে এ পণ্যটির পেছনেই।

এ ঘোষণার পরই দেশটির রথ, বন্ড স্ট্রিট, উইন্ডফিল্ড গোল্ড, পিটারজ্যাকসনের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলো এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৪০ মার্কিন ডলার করে ফেলা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়েছে।

সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি

দ্বিতীয় পাতায় পাতার পর

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি। ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'তামাক কর কার্যক্রমে যুব অংশগ্রহণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা একথা বলেন। অনলাইন মিটিং প্লাটফর্ম জুম-এ ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে তামাক বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নসহ তামাক বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাংলাদেশ আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তার পিছনে তরুণদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে আমাদের সামনে বড়ো প্রতিবন্ধকতা তামাক কর বৃদ্ধি। আশা করি অন্য সমস্প্রার মতো তামাক কর বৃদ্ধিও যুবদের সাহায্যে করা সম্ভব হবে।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিক হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কর কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। কারণ যুবদের ছাড়া কোনো ক্যাম্পেইনই টেকসই নয়। যুবরা যদি তামাক কর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে তারা একটানা অনেকদিন দেশে তামাকমুক্ত করণে কাজ করতে পারবে। এজন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। তামাক কোম্পানি তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য তরুণদের টার্গেট করে থাকে, সেই তরুণদেরকেই তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, বিইআর এর ফোকাল পার্সন এবং বিএনটিটিপির টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনর ড. রুমানা হক। তিনি বলেন, পৃথিবীর যেকোন ইতিবাচক আন্দোলনে মূল চালিকা শক্তি হলো যুবশক্তি। উন্নয়নমুখী যেকোনো কর্মকাণ্ড যুবদের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে আমরা দেশকে তামাকমুক্তকরণের পদক্ষেপ হিসাবে তামাক কর ব্যবস্থাকে সংস্কার করে সময়োপযোগী করার যে দাবী জানাচ্ছি সেটাতে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এসব যুবদের নেতৃত্বেই আগামী দিনে আমরা দেশকে তামাক মুক্ত করতে পারবো বলে প্রত্যাশা করছি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

মুনাফা বেড়েছে ৫ গুণ

দ্বিতীয় পাতার পর

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে সিগারেটের বহুস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর জটিলতা বিষয়ক এ গবেষণা উপস্থাপন করতে গিয়ে সুশান্ত সিনহা বলেন, বাংলাদেশে সিগারেট উৎপাদনে এ জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটির ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নানা কারণে ৩ শতাংশ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের মুনাফা তুলে নিয়েছে। কারণ উৎপাদন কম হলেও ওই বছর তাদের মুনাফা বেড়ে ২৮ শতাংশ।

তিনি আরো বলেন, ২০০৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিটির ২৪ হাজার ৭০১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের বিপরীতে মুনাফা ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন টাকা। যেটা ২০১৮ সালে ৫১ মিলিয়ন স্টিক উৎপাদনের পাশাপাশি মুনাফা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১০ মিলিয়ন টাকা! যেটা সিগারেটে বহুস্তর বিশিষ্ট কর কাঠামোর কারণেই সম্ভব হয়েছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশের ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই এ গবেষণায় সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

তামাকের কর কেমন হওয়া উচিত

দ্বিতীয় পাতার পর

তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক পণ্য উৎপাদন, কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস, বিড়ি–সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশগত ক্ষতি ইত্যাদি হিসাব করা হলে এই ক্ষতি আরও বহুগুণ হবে। তামাক খাতে ব্যয় হওয়া পুরো টাকাই অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। একজন ব্যক্তি দিনে যদি ১০ টাকা সিগারেটের পেছেনে খরচ করেন, তবে সেই ১০ টাকাই তিনি নিজের ক্ষতিতে ব্যয় করলেন। শুধু নিজের নয়, বরং দেশের অর্থনীতি থেকেই ১০ টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে; যা বরং অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে কাজে লাগানো যেত। আর এভাবে যে টাকা অপচয় হচ্ছে, তারই একটি অংশ সরকার রাজস্ব হিসেবে পাচ্ছে। এই দিক থেকে দেখলে, তামাক খাতের রাজস্বও সেই অপচয়ের বেঁচে যাওয়া একটি অংশ।

বর্তমান করোনা মহামারিতে তামাক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের অন্যতম কারণ তামাক ব্যবহার। এটি শ্বাসজনিত রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। করোনাভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রেই আক্রমণ করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীরা কোভিড-১৯–এ আক্রান্ত হলে, তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গবেষণাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, ধূমপায়ীদের গুরুতর রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই করোনা থেকে নিরাপদ থাকতে তামাক ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকের ব্যবহার কমানোর মতো কর আরোপ করা হয়নি, যা সত্যিই হতাশাজনক। নিম্ন স্তরের সিগারেট, বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের দাম সামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব থাকলেও সম্পূরক শুল্ক খুবই স্বল্প পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই যৎসামান্য মূল্য ও কর বৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাস ও রাজস্ব আয়ে তেমন একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তামাক কর বাড়ানো এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এর সঙ্গে জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সরকারের আয় বাড়ানোর বিষয়টি জড়িত। তামাকদ্রব্যে কর বাড়ালে দামও বাড়ে, যা তরুণ ও দরিদ্রদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে, তামাক কর স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি উৎস হতে পারে। তা ছাড়া তামাক ব্যবহার করোনাকালীন চিকিৎসাসেবা–ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। কারণ, তামাক ব্যবহারকারীদের অন্যদের তুলনায় আইসিইউ বেশি দরকার পড়ে। সেদিক থেকেও স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপ কমাতে তামাক খাত থেকে আরও বেশি অর্থ আদায় করা জরুরি। এ জন্য তামাকদ্রব্যের ওপর ৩ শতাংশ কোভিড সারচার্জ আরোপ করার বিষয়টিতে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার।

কয়েক বছর ধরে সরকার সব তামকপণ্যের ওপর ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করছে। এখন সময় এসেছে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্তত পক্ষে ২ শতাংশে উন্নীত করা। ফলে সরকার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে, যা স্বাস্থ্য খাতকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে তামাক কর–কাঠামো অত্যন্ত জটিল। এখানে তামাকদ্রব্যের ওপর কর নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন স্তরভিত্তিক বিক্রয়মূল্যের ওপর, যেখানে করভিত্তি খুবই কম এবং বিভিন্ন তামাকদ্রব্যের মূল্য এবং করের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই বিভিন্ন মূল্যস্তর–ভিত্তিক কর কাঠামোর কারণে, কোনো এক স্তরের সিগারেটের দাম বাড়লেও ব্যবহারকারীরা সহজেই নিম্নস্তরের সিগারেটে চলে যেতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিগারেটের মোট বাজারের ৬৭ শতাংশই ছিল নিম্নস্তরের দখলে; আর মধ্যম স্তরের অংশীদারত্ব ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। এ বিষয়টি রাজস্ব আয় থেকেও বোঝা যায়, ওই অর্থবছরের সিগারেট থেকে মোট রাজস্বের ৪৪ শতাংশই এসেছে নিম্নস্তর থেকে এবং ১৭ শতাংশ মধ্যম স্তর থেকে। বাজারে নিম্নস্তরের সিগারেটের আধিক্য থাকায় স্পষ্টতেই সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। কারণ, বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় নিম্নস্তরের সিগারেট থেকে রাজস্ব কম আসে।

এই সমস্প্রা সমাধানে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা সিগারেটের খুচরা মূল্য বাড়ানো, বিশেষ করে নিম্নস্তরের সিগারেটের, সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে দুটিতে নামিয়ে আনা, সব তামাকদ্রব্যের ওপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তামাক কর বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এই সুপারিশগুলোর লক্ষ্য হলো, তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং তামাকের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা। এগুলো বাস্তবায়িত হলে তামাক খাত থেকে সরকার অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে। পাশাপাশি, সিগারেটের দাম বাড়ানোর ফলে ব্যবহারকারীরা যেন সহজেই বিড়ি বা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সে জন্য সেসবের ওপরও করভার বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও প্রস্তাবিত বাজেটে সেসব সুপারিশের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়নি।

বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কোভিডের কারণে স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের উৎস খুঁজে বের করাই সরকারের কাছে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন তহবিল গঠন করাও প্রয়োজন। এসব সমস্প্রার কিছু সমাধান তামাক থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাকের কর বাড়ানো ও কোভিড সারচার্জ আরোপ করা হলে—১. প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে; ২. প্রায় ২০ লাখ ধূমপায়ী তামাক ছাড়তে উতসাহিত হবে এবং ৩. কমপক্ষে ৬ লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর জীবন বাঁচবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় তামাক –ক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তামাকের ওপর কর বাড়ানো কার্যকর উপায়। সেই সঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের পথেও একটি বড় পদক্ষেপ হবে এটি। তা ছাড়া তামাক কর–কাঠামো সংস্কার করা হলে তা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেবে। স্পষ্টতই এটি সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের জন্যও লাভজনক হবে।

নাসিরউদ্দিন আহমেদ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান।
মাহামুদ সেতু: ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের অ্যান্টি-টোব্যাকো প্রোগ্রামের মিডিয়া ম্যানেজার।

দ্বিতীয়পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

বিএটির বাড়ে মুনাফা

দ্বিতীয় পাতার পর

বিএটি বাংলাদেশের হাতে। শুধু এই কোম্পানির মাধ্যমে ২০১৫ সাল থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে গড়ে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ হারে। ২০১৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিএটির সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ছিল ৭ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের একই সময়ে ১৬ হাজার ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সময় কোম্পানির নিট মুনাফা ৪৩৮ কোটি থেকে ৮৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

২০১৫ সালের পর বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রি বেড়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের কারণে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৭ সাল থেকে বিএটি বাংলাদেশের সিগারেট বিক্রির পরিমাণ কমছে। করোনার সময়েও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানিটির নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০১৭ সালে বিএটি বাংলাদেশ দেশে ৫ হাজার ৩২০ কোটি স্টিক সিগারেট বিক্রি করে। ২০১৮ সালে বিক্রি কিছুটা কমে ৫ হাজার ১৪২ কোটি ৫০ লাখ স্টিকে নেমে আসে। আর ২০১৯ সালে সিগারেটের দাম আরও বাড়ায় বিক্রি নেমে আসে ৫ হাজার ৭৪ কোটি ৪০ লাখ স্টিকে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সিগারেট বিক্রি প্রায় ৫ শতাংশ কমলেও নিট টার্নওভার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ।

দেশে করোনা সংক্রমণের পর এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সময়ে ২ হাজার ১৭৬ কোটি স্টিকে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ কম। অবশ্য করোনার আগে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে সিগারেট বিক্রিতে বড় অঙ্কের প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। এতে করে চলতি হিসাব বছরের ৯ মাসে সিগারেট বিক্রির পরিমাণ বাড়তে দেখা গেছে। এতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে আয় কমলেও সার্বিকভাবে ৯ মাসে নিট বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে।

চলতি বছরের ৯ মাসে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে সিগারেট বিক্রি ও রপ্তানি থেকে বিএটি বাংলাদেশের মোট আয় হয় ২০ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে সিগারেট বিক্রি থেকে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ১৬ হাজার ৩৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। এর ফলে সিগারেট বিক্রি থেকে বিএটি বাংলাদেশের নিট আয় দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি।

বিএটি বাংলাদেশের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি প্রথম প্রান্তিকে সিগারেট বিক্রি থেকে আয়ের উল্লম্ফনে পুরো ৯ মাসের নিট মুনাফায় বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ সময়ে কোম্পানিটি উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় সাশ্রয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। প্রথম প্রান্তিকে বিএটি বাংলাদেশের বিক্রি থেকে আয় ও নিট মুনাফা প্রায় ৪৭ শতাংশ বাড়ে। দ্বিতীয় প্রান্তিকেও পরিচালন ব্যয় ৮৪ শতাংশ কমলেও তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ওই সময়ে উৎপাদন ব্যয় ২৪ শতাংশ কমে যাওয়ায় নিট মুনাফা ৬৯ শতাংশ বাড়ে। এর ফলে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সময়ে বিক্রি থেকে আয় কমলেও উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনায় নিট মুনাফার উর্ধ্বমুখী ধারা ধরে রেখেছে।

চলতি বছরের ৯ মাসে বিএটি বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যয় হয় বিক্রি থেকে আয়ের ৪৭ শতাংশ, যা ২০১৯ সালের একই সময়ে ছিল ৫১ দশমিক ৭২ শতাংশ। একই সময়ে পরিচালন ব্যয়ও ২২ শতাংশ কমিয়ে আনে কোম্পানিটি। আমদানিকৃত পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়া ও স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে বলে বিএটি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।

উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় শেষে চলতি বছরের ৯ মাসে কোম্পানির পরিচালন আয় দাঁড়ায় ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। চলতি বছর কোম্পানির সুদবাবদ ব্যয়ও কমেছে। ২০১৯ সালে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে সুদবাবদ ব্যয় হয়েছিল ৪৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা, সেখানে চলতি বছরের একই সময়ে ৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

চলতি বছরের ৯ মাসে বিএটি বাংলাদেশ আয়কর বাবদ পরিশোধ করেছে ৯১৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। ফলে কর-পরবর্তী নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৮৭২ কোটি ১৫ লাখ টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কারখানায় তৈরি সিগারেট ও তামাক পাতা রপ্তানিতেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

চলতি তৃতীয় প্রান্তিকে সিগারেট বিক্রি থেকে নিট আয় কমলেও আয়কর বাবদ কম ব্যয় হওয়ায় আগের বছরের তুলনায় নিট মুনাফা ৫ কোটি টাকা বেড়েছে। চলতি বছরের ৯ মাসে কোম্পানিটি সিগারেট বিক্রি থেকে মোট আয়ের ৮৩ দশমিক ১ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বাবদ ব্যয় করেছে।

সূত্র : দেশ রূপান্তর

দ্বিতীয়পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২০

তামাক কর নীতির রূপরেখা

দ্বিতীয় পাতার পর

কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ১০টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারের চতুর্থ সংখ্যায় তামাক কর নীতির প্রেক্ষাপট, পঞ্চম সংখ্যায় প্রথম অধ্যায় করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত পরিভাষা নিয়ে আলোচনা থাকায় সেটা পাঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় প্রকাশ করা হলো না। এবারে ষষ্ঠ সংখ্যায় 'তৃতীয় অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি' এর অধীনে তিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৩.১ নং অনুচ্ছেদে 'সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতি' এর অধীনে ১০টি বিষয়ে করারোপের নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট করা হয়েছে। এ ১২টি বিষয় হলো সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (এমআরপি) ওপর কর আরোপ করা; সম্পূরক শুল্ক, সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ও মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা; নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিত সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা। প্রতিবছর তামাকজাত দব্যের সহজলভ্যতা কমিয়ে আনার উদ্দেস্ত্রে মূল্যস্ফীতি ও ক্রয়সামর্থ বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে করভিত্তি ও মোট করভার নির্ধারণ করা; কর ভিত্তি ও মোট করভার কোনভাবেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হবে না; ২০২১-২২ অর্থ-বছর থেকে যৌক্তিক হারে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং প্রতিবছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করা। তবে তা কোনভাবেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হবে না।

অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, সিগারেটের মূল্যস্তর ও অন্যান্য ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, যাতে করে স্তর ও ধরণ পরিবর্তন কমে আসে; ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যসমূহের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, যাতে করে স্তর ও ধরণ পরিবর্তন কমে আসে; 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ' যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করা; বিদ্যমান আইন অনুসারে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপ করা; তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা দেওয়া বন্ধ করা; তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের শুল্কমুক্ত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা, বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা না দেওয়া।

অধ্যায়ের ৩.২ নং অনুচ্ছেদে 'প্রকারভেদে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি'র আওতায় প্রথমে সিগারেট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, কর কাঠামোর জটিলতা কমাতে ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সিগারেটের মূল্য স্তর পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে একটি মূল্যস্তরে নামিয়ে আনতে হবে; তামাক কোম্পানিকে অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ বন্ধ করা হবে; নষ্ট হতে পারে ধরে নিয়ে সরবরাহ করা ট্যাক্স স্ট্যাম্পে রেয়াত দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা হবে; সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা হবে এবং স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ২০ শলাকা নির্ধারণ করা হবে

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে বিড়ি নিয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, কর ব্যবস্থা সহজ করতে ২০২১-২২ সাল থেকে ফিল্টার ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির স্তর তুলে দিয়ে এক স্তরে নিয়ে আসা; বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা; স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ২০ শলাকা নির্ধারণ করা; বিড়ি কারখানা/কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ হতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করা; আর তৃতীয় ভাগে ধোঁয়াহীন তামাক (জর্দা ও গুল) সম্পর্কে বলা হয়েছে, জর্দা ও গুলের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সর্বনিম্ন ২০ গ্রাম নির্ধারণ করা; প্যাকেজিং এর আকৃতি ও মান নির্ধারণ করা; মোড়ক ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

অনুচ্ছেদের চতুর্থভাগে ধোঁয়াহীন তামাক (সাদাপাতা) নিয়ে বলা হয়েছে, সাদাপাতার উৎপাদন ও বিক্রয় চেইনকে করের আওতায় নিয়ে আসা; স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নির্ধারণ করা এবং মোড়কবদ্ধ ছাড়া খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা। এ অনুচ্ছেদের শেষ বা পঞ্চমভাগে ই-সিগারেট নিয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে নীচের নীতিগুলো অনুসরণ করা হবে- ক) দেশে সব ধরণের ই-সিগারেট, এর কার্তুজ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ উৎপাদন, বিপনন ও আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে না। খ) বাংলাদেশে ই-সিগারেটের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও যেকোনো ধরনের স্পনসরশিপ নিষিদ্ধ। গ) সরকার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ই-সিগারেট এবং এর কাতুর্জ ও উপকরণ উৎপাদন কিংবা ব্যবসার জন্য অনুমতি দেবে না। ঘ) যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি উপরোল্লিখিত কোনো 'কার্যক্রম' লঙ্ঘন করে তবে তারা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবে (কোন আইন অনুযায়ী)।

অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্যসমূহকে নিয়মের মধ্যে আনতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে- স্থানীয় সরকার কর্তৃক (সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ- যেখানে যেটি প্রযোজ্য) ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং সমগ্র সাপ্লাই চেইনের যেমন, পাইকারি বিক্রেতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রগুলোর তালিকা তৈরি করা; ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকারীকর্তৃক নিময়মমাফিক ফি পরিশোধ করে লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মমাফিক প্রতি বছর নবায়ন করা। প্রযোজ্য স্থানীয় সরকারকর্তৃক এটি নিশ্চিত করা।

এ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে-ট্রেডলাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট ও টাক্স রেজিস্ট্রেশন 'বাধ্যতামূলক' বিবেচনা করা; লাইসেন্স প্রাপ্ত এসএলটি প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা; উৎপাদিত সকল জর্দা ও গুলের মোড়কে ব্রান্ডরোল ব্যবহার নিশ্চিত করা; ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্যের আইডি ডিজিটালাইজেশন করা; ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী প্রতিটি ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবি সম্বলিত স্বাস্থ্য-সতর্কবাণী ছবি প্রদান। পাশাপাশি অবৈধ বাণিজ্য এড়াতে মোড়কের গায়ে উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ; এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে, ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, কর আদায় এবং এতৎস্প্রশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান